স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

আদেশ

তারিখ, ৩০শে ভাদ্র ১৪০৩/১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

নং স্বাঃ অধিঃ/প্রশা-১৫/কর্মবন্টন-বিবিধ-১৭০/৯৪/২০২৬৪—সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত ফার্মাসিস্টগণের কর্মপরিধি ও দায়িত্ব তথা "জব ডেসক্রিপশন" প্রণয়নের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা, স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন) অধ্যাপক এ, কে, এম নুরুল আনোয়ার, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ডাঃ মর্জিনা বেগম এবং ফার্মেসি কাউন্সিল অব বাংলাদেশের সচিব মিঃ কে, কে, সাহা সমন্বয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক "জব ডেসক্রিপশন" মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক অনুমোদনের পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। উক্ত বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ১-৬-৯৬ তারিখের জনস্বাস্থ্য-৩/বিবিধ/৩১/৯৬/১১২ নং পত্রের প্রেক্ষিতে মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্টদের জন্য নিম্নবর্ণিত "জব ডেসক্রিপশন" বাস্তবায়নের জন্য জারী করা হলঃ

ফার্মাসিস্টদের "জব ডেসক্রিপশন"

১। মেডিকেল স্টোরের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে ফার্মাসিস্টগণ কাজ করবেন।

২। ফার্মাসিস্টগণ পেশা ও রোগী সাধারণের সেবার প্রতি আন্তরিক থাকবেন এবং রুগী সাধারণকে স্বাস্থ্য-জ্ঞান ও ঔষধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঔষধের মাত্রা, ব্যবহার, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, বিষক্রিয়াসহ বিভিন্ন প্রকার জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও জ্ঞান দান করবেন।

৩। ফার্মাসিস্টগণ হাসপাতালের ঔষধ, কেমিক্যালস ও সার্জিক্যাল গজ-ব্যাণ্ডেজ-কটন ইত্যাদি মেডিকেল সামগ্রীর মাসিক ও বাৎসরিক চাহিদা নিরূপণপূর্বক মেডিসিন স্টোরের মজুদ পরিস্থিতি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের নিকট নিয়মিত প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

৪। হাসপাতালের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধের তালিকা তৈরী, তার ক্রয়, মূল্যায়ন ও বাস্তবায়নে ফার্মাসিস্টগণ যথাযথ ভূমিকা গ্রহণ করবেন এবং প্রচলিত আইন, আদর্শ মেডিকেল প্রাকটিস ও ফার্মেসী প্রাকটিসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জরুরী বিভাগে ঔষধ ও এম, এস, আর সরবরাহ, সার্বক্ষণিক ফার্মেসি সেবা প্রদান, ঔষধ বিতরণ নিয়ন্ত্রণসহ নেশা জাতীয় দ্রব্য ও বিষ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করবেন।

৫। ঔষধ বিতরণের ক্ষেত্রে ফার্মাসিস্টগণ রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুসরণ করবেন এবং মজুদ-কৃত ঔষধসামগ্রী হতে হাসপাতালের বহির্বিভাগ ও অন্তঃবিভাগের রুগী সাধারণের জন্য ঔষধ-সামগ্রী সরবরাহের সময় প্রয়োজনীয় চাহিদা পত্রের মাধ্যমে যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করবেন।

৬। ফার্মাসিস্টগণ প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ঔষধ সরবরাহের সময় কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করবেন। তারা কোন অবস্থাতেই প্রেসক্রিপশন পরিবর্তন করাবেন না এবং প্রকৃত আদেশের বাইরে অন্য ঔষধ দেবেন না। যদি কোন প্রেসক্রিপশনে অতিরিক্ত মাত্রা বা ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তবে তা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা প্রেসক্রিপশন প্রদানকারী চিকিৎসককে তাৎক্ষণিক অবহিত করতে হবে।

৭। সরবরাহকৃত ঔষধ ও মেডিকেল সামগ্রী গ্রহণকালে ফার্মাসিস্টগণ প্রতিটি আইটেমের সংখ্যা, ওজন, ব্যাচ নং ও মেয়াদ ইত্যাদি প্রত্যক্ষ-পরিদর্শনে পরীক্ষা করে নেবেন এবং কোন দাবী থাকলে তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গোচরে এনে নির্দেশ মোতাবেক কাজ করবেন।

৮। প্রয়োজন ও সম্ভাব্য ক্ষেত্রে হাসপাতাল ফার্মেসিতে ঔষধ প্রস্তুত, মেডিসিন স্টোর পরিচ্ছন্ন-পরিপাটি রাখা, বিজ্ঞানসম্মত ও সুশৃঙ্খলভাবে সকল ঔষধ ও মেডিকেল সামগ্রী সংরক্ষণ, তার গুণগতমান বজায় রাখা ও যথাযথ নিয়মে বিতরণের বিষয়ে ফার্মাসিস্টগণ যত্নশীল থাকবেন।

৯। ফার্মাসিস্টগণ "পয়জনাস ও নারকোটিকস ড্রাগস"-এর আওতাভুক্ত ঔষধসামগ্রী সংগ্রহ, মজুদ, সরবরাহ ও বিতরণের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন, বিরাজমান আইন ও নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসরণ করবেন।

১০। ফার্মাসিস্টগণ ডিসপেন্সারীর সকল ঔষধ/মেডিকেল সামগ্রী গ্রহণ, বিতরণ ও মজুদ সংক্রান্ত প্রতিদিনের হিসাব প্রতিদিন অর্থাৎ হালনাগাদ হিসাব নির্ধারিত রেজিস্টার খাতায় লিপিবদ্ধ করে সংশ্লিষ্ট সকল 'মেডিসিন স্লিপ' যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবেন।

১১। বিভিন্ন নিরীক্ষা দলকে ঔষধপত্র ও মেডিকেল সামগ্রীর যাবতীয় হিসাব-নিকাশ নিরীক্ষণে ফার্মাসিস্টগণ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন।

১২। ফার্মাসিস্টগণ মেডিকেল স্টোরের দায়িত্ব পালনসহ এবং পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মেডিসিন স্টোরের নিয়ন্ত্রণকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার আদেশ-নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করবেন।

১৩। ফার্মাসিস্টগণ প্রতিটি ঔষধের ব্যবহার উপযোগিতা ও সময়কাল উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার দৃষ্টিগোচরে এনে তার পরামর্শ ও নির্দেশ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৪। মেডিকেল কলেজসমূহ, ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সদর হাসপাতাল ও অন্যান্য হাসপাতালে কর্মরত ফার্মাসিস্টগণ ফার্মেসী বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এবং হাসপাতাল ফার্মে-সীতে মাঠ প্রশিক্ষণের জন্য আগত প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দান করবেন।

উক্ত অনুমোদিত "জব ডেসক্রিপশন" সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণসহ অনুসরণ ও বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করা হল।

ডাঃ এ, এস, এম, হাফিজুর রহমান
পরিচালক (প্রশাসন)।
মহাপরিচালকের পক্ষে।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পাবনা

এল, এ শাখা

সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ১৪ই জুলাই ১৯৯৬

বাংলাদেশ গেজেট, ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১১৫ পৃষ্ঠায় মার্চ ৭/৯৬ তে প্রকাশিত পাবনা জেলার সুজানগর থানার আহম্মদপুর মৌজার ০১/৯৩-৯৪ নং এল, এ, কেসের গেজেটে ১৪নং লাইনে এস, এ দাগ নং ৩২৬ এর অনুকূলে "০·৩ একর" এর স্থলে "০·০২ একর" পড়িতে হবে।

অজিত কুমার মুখার্জি
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।